



223333 - হজ্জেরে রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নত

প্রশ্ন

হজ্জেরে রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নত ককি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্জেরে রুকন ৪টি, ওয়াজবি ৭টি এবং রুকন ও ওয়াজবি ছাড়া বাকী আমলগুলো সুন্নত। বিস্তারতি বিবরণ নমিনরূপ:

বুহুতি (রহঃ) ‘আর-রওদুল মুরবী’ গ্রন্থে (১/২৮৫) বলেন, হজ্জেরে রুকন ৪টি: ইহরাম করা; ইহরাম হচ্ছ- হজ্জেরে কার্যাবলী শুরু করার নিয়ত করা। দলিল হচ্ছ- “সকল আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে।” [আল-হাদিস] আরাফাতে অবস্থান করা; দলিল হচ্ছ- “হজ্জ মান- আরাফা” [আল-হাদিস] তাওয়াফে যিয়ারা (এটাকে তাওয়াফে ইফাযাও বলা হয়) আদায় করা; দলিল হচ্ছ- আল্লাহর বাণী: “এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহেরে” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৯] সাযী করা; দলিল হচ্ছ- “তোমরা সাযী কর, কেননা নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সাযী করা ফরয করে দিয়েছেন” [মুসনাদে আহমাদ]

হজ্জেরে ওয়াজবি ৭টি:

- যার যার মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজবি; আর ইহরাম বাঁধা হচ্ছ- রুকন।
- যে ব্যক্তি দিনেরে বেলোয় আরাফার ময়দানে অবস্থান নিয়েছে তার জন্য সূর্য ডোবা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা।
- যাদের যমযম পানি পান করানো কথিবা হাদরি পশু চরানোর দায়িত্ব নই তাদের জন্য তাশরকিরে দিনগুলোতে মীনার ময়দানে রাত্রিযাপন করা।
- যারা মধ্যরাত্রে পূর্বে মুযদালফিতে পৌঁছেছেন তাদের জন্য মধ্যরাত্রে পর পর্যন্ত মুযদালফিতে রাত্রিযাপন করা; যমযম পানি পান করানো ও হাদরি পশু চরানোর দায়িত্ব যারা রয়ছেন তারা ছাড়া। [কোন কোন আলমে মুযদালফিতে রাত্রিযাপন করাকে হজ্জেরে রুকন গণ্য করেন; যা ছাড়া হজ্জ শুদ্ধ হবে না। ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘যাদুল মাআ’দ’ গ্রন্থে (২/২৩৩) এ মতটিকে প্রতিবুদ্ধি করেছেন]
- ক্রমধারা রক্ষা করে জমরাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপে করা।



- মাথা ন্যাড়া করা কথিবা মাথার চুল ছোট করা।

- বদায়ী তাওয়াফ করা।

[আর তামাত্তু কথিবা করিন হজ্জপালনকারী হলে তার উপর হাদি (ছাগল জবাই করা) ওয়াজবি। দললি হচ্ছ- আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমাদের মধ্যে যাকে উমরাক হজ্জের সঙ্গে মলিয়ি লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য হাদি জবাই করবে। কিন্তু যদি কটে তা না পায়, তবে তাকে হজ্জের সময় তিনিদনি এবং ঘরে ফরোর পর সাতদনি এ পূর্ণ দশদনি রোযা পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরজিনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬]

হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাবলী ও কথামালা হচ্ছ- সুন্নত। যমেন, তাওয়াফে কুদুম, আরাফার রাত্রিতে মীনাতে রাত্রিযাপন করা, যথাযথসময়ে ইযতবি ও রমল করা, হাজারে আসওয়াদকে চুমু খাওয়া, দোয়া ও যকিরি পড়া, সাফা-মারমওয়া পাহাড়ে আরোহন করা।

উমরার রুকন তনিট: ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা ও সাযী করা।

উমরার ওয়াজবি হচ্ছ: মাথা মুণ্ডন করা কথিবা চুল ছোট করা, মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।[সমাপ্ত]

রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছ- রুকন পালন করা ব্যতীত হজ্জ সহহি হবে না। ওয়াজবি বাদ পড়লেও হজ্জ সহহি হবে; তবে জমহুর আলমেরে মতানুযায়ী দম (ছাগল জবাই) দিতে হবে। আর সুন্নত বাদ পড়লে কোন কিছু করতে হয় না।

[উল্লেখিত রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নতসমূহের দললি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী জানার জন্য দেখুন ‘আস-শারহুল মুমত’ (৭/৩৮০-৪১০)]

আল্লাহই ভাল জানেন।